উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প

(UGDP)

ইউজিডিপি দ্বারা কোভিড-১৯ প্রতিরোধে গৃহীত উদ্যোগ: ফিরে দেখা

প্রেক্ষাপট

২০১৯ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে কোভিড-১৯ এর প্রথম কেস চীনে সনাক্ত হয়েছিল, এবং ভাইরাসটির দ্রুত বিস্তার বিশ্বকে একটি নজিরবিহীন পরিস্থিতির মুখোমুখি করছিলো। ভাইরাসটির দ্রুত প্রসারের ফলে, জানুয়ারির শেষের দিকে এটিকে জনস্বাস্থ্য জনিত জরুরি একটি আন্তর্জাতিক উদ্বেগ হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং তৎপরবর্তীতে ১১ মার্চ ২০২০ তারিখে who দ্বারা এটিকে মহামারি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। বাংলাদেশেও ভাইরাসটি মার্চ মাসে ছড়িয়েছে বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। ৮ মার্চ ২০২০ এদেশে কোভিড-১৯ এর প্রথম তিনটি কেস সনাক্তের রিপোর্ট করা হয়েছিল। সাধারণত, একটি মহামারি বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে প্রকাশ পায়; এবং আঞ্চলিক বৈশিষ্টের উপর ভিত্তি করে বিশ্বব্যাপী একটি মানসম্মত উদ্যোগ গ্রহণ বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো অধিক জনসংখ্যা কিন্তু সীমিত সম্পদের অঞ্চলগুলোর ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে পড়ে। তদুপরি, এটি অনুমান করা হচ্ছিলো যে উন্নয়নশীল দেশগুলো, তাদের ভঙ্গুর অর্থনৈতিক অবস্থা, দুর্বল শিক্ষা এবং অপ্রতুল স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কারণে, কার্যকর পদক্ষেপ না নিতে পারলে অপ্রতিরোধ্য কোভিড-১৯ এর ধ্বংসাত্মক প্রভাবগুলো জনজীবনকে হুমকির মধ্যে ফেলে দিতে পারে।

মহামারি করোনাভাইরাস বাংলাদেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছিলো। অন্যান্য দেশের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা কীভাবে এই প্রাদুর্ভাবকে মোকাবেলা করেছে তা পর্যবেক্ষণ করে, অনুমান করা হয়েছিল যে বাংলাদেশে হাসপাতালগুলোর সক্ষমতার মাত্রা যথাযথ ছিল না। যদিও ঢাকা ও অন্যান্য বড় শহরের কিছু হাসপাতালে কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল, তবে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বেশিরভাগ হাসপাতালই এই রোগীদের চিকিৎসা করতে পারেনি। কোভিড-১৯ এর ভয়াবহ সংক্রমণের ফলে, বেশিরভাগ সময়, রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি এবং নিবিড় পরিচর্যার প্রয়োজন হয়। চিকিৎসা সেবার অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, কোরোনাভাইরাসে আক্রান্ত কিছু রোগীর একপর্যায়ে শ্বাসকষ্ট হয় এবং তাদের রক্তে অক্সিজেন স্যাচুরেশন লেভেল কমে যায়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে, অক্সিজেন থেরাপি ছাড়া রোগীর অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে পারে। কিন্তু বেশিরভাগ হাসপাতালে কোভিড-১৯ সংক্রমণ প্রতিরোধে সহায়ক চিকিৎসা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতির সরবরাহ ছিল অপর্যাপ্ত। তাই, প্রতিটি হাসপাতাল, ক্লিনিক এবং চিকিৎসা কেন্দ্রে কার্যকর চিকিৎসা প্রদানের জন্য অক্সিজেন, ওষুধ এবং আপডেটেড ভেন্টিলেশনসহ নিবিড় পরিচর্যা ইউনিটের প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হয়। হাসপাতালগুলোতে COVID-19 রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে হাই-ফ্লো নাসাল ক্যানুলা (HFNC) নামক একটি ডিভাইসসহ

অক্সিজেন সিলিন্ডারের চাহিদাও বৃদ্ধি পাচ্ছিলো। তীব্র হাইপোক্সিক শ্বাসযন্ত্রের রোগীদের মধ্যে, ইনটিউবেশন এড়াতে প্রচলিত অক্সিজেন ডিভাইসের তুলনায় HFNC অধিকতর কার্যকর বলে প্রমাণিত হয়েছিল। কোভিড-১৯ রোগীদের জন্য প্রাথমিক কৌশল হল প্রাথমিক যত্ন এবং সহায়ক পরিচর্যা, যেখানে হাইপোক্সিক রোগীদের জন্য অক্সিজেন থেরাপিসহ HFNC অক্সিজেনেশন অধিকতর কার্যকর বলে জানা গিয়েছে।

মহামারির শুরুতে, করোনাভাইরাস এবং এর দ্বারা সৃষ্ট রোগ সম্পর্কে স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে সীমিত জ্ঞান ছিল বা তেমন কোনো জ্ঞানই ছিল না। এবং বিদ্যমান স্বাস্থ্যসেবা সুবিধাগুলো পরিস্থিতি সামাল দিতেও প্রস্তুত ছিল না। তৃণমূল পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মীরা প্রাণঘাতী করোনাভাইরাস সম্পর্কে জানতও না। গত দুই দশকে, সরকার সারাদেশে পরিবারসমূহকে সহায়তা করার জন্য কমিউনিটি পর্যায়ে অনেক স্বাস্থ্যকর্মী নিযুক্ত করেছে। তারা সংশ্লিষ্ট ক্যাচমেন্ট এলাকার কমিউনিটিতে সহজতর স্বাস্থ্য পরীক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা ও স্বাস্থ্যশিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। সরকারি স্বাস্থ্য খাত কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশে কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবিলায় এই কমিউনিটি স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

ইউজিডিপি-এর আওতাভুক্ত বিস্তৃত এলাকা এবং সেক্টরের কভারেজ বিবেচনা করে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং জাইকা বাংলাদেশ অফিসের মধ্যে ২০ মে ২০২০ তারিখে কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় কীভাবে অবদান রাখা যায় সেই সম্ভাবনা যাচাইয়ের লক্ষ্যে, একটি বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সভায়, প্রয়োজনে ইউজিডিপি কীভাবে উপজেলা পর্যায়ে কোভিড-১৯ ছড়িয়ে পড়া প্রতিরোধে সাড়া দিতে সক্ষম সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়। কোভিড-১৯ জরুরি পরিস্থিতি বিবেচনায় রেখে, স্থানীয়ভাবে প্রস্তাবিত উপ-প্রকল্পগুলো প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং সরঞ্জাম সংগ্রহ করায় মনোনিবেশ করতে পারে বলে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল যে, UGDP তার ৪র্থ রাউন্ডের (২০১৯ -২০) অধীনে ৩৫৭টি উপজেলার জন্য "কোভিড-১৯ প্রতিরোধে উপ-প্রকল্প" বাস্তবায়ন করবে। এই সিদ্ধান্তের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, স্থানীয় পর্যায়ে কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবেলায় বাধ্যতামূলকভাবে কমপক্ষে ১০ লাখ টাকার স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত অবকাঠামোগত উন্নয়ন উপ-প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করে ২৮ জুলাই ২০২০ সকল উপজেলা পরিষদে একটি চিঠি পাঠানো হয়। একইভাবে, ২৫ আগস্ট ২০২০ আরেকটি চিঠি পাঠানো হয়েছিল যেখানে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সংক্রমণ প্রতিরোধ, এবং সচেতনতা বৃদ্ধির বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য বাধ্যতামূলকভাবে কমপক্ষে একটি সক্ষমতা উন্নয়ন বিষয়ক উপ-প্রকল্প গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয় । এখানে উল্লেখ করা সমীচীন যে, UGDP প্রতিটি নির্বাচিত যোগ্য উপজেলার জন্য ৫০ লক্ষ টাকা প্রদান করে: ৪০ লক্ষ টাকা অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্প (INFSP) এবং ১০ লক্ষ টাকা সক্ষমতা উন্নয়ন উপ-প্রকল্প (CDSP) বাস্তবায়নের জন্য। উক্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের সাথে সামঞ্জস্য রেখে, প্রতিটি উপজেলা পরিষদ চলমান স্থানীয় স্বাস্থ্য চাহিদার ভিত্তিতে প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন করে এবং স্থানীয়ভাবে কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় সাড়া দেওয়ার জন্য উপ-প্রকল্পগুলো সফলভাবে বাস্তবায়ন করে।

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য উপকেন্দ্রে অক্সিজেন সিলিন্ডার বিতরণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান নোয়াখালী সদর উপজেলা, নোয়াখালী

রাজশাহীর মোহনপুর উপজেলায় স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে কোভিড-১৯ সম্পর্কে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণে বক্তারা

ফলাফল

৪র্থ রাউন্ডে যোগ্য বিবেচিত সকল উপজেলায় মোট ৩৫৫টি কোভিড-সম্পর্কিত অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্প (INFSP) বাস্তবায়িত হয়েছে, (সারণি-১) দ্রষ্টব্য। এর মধ্যে ১২১টি উপ-প্রকল্প ছিল সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপ্লাই সিস্টেম (সিওএসএস) স্থাপন, যা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সরাসরি কোভিড-১৯ রোগীদের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ১২১টি সিওএসএসের মধ্যে সতেরোটি হাই ফ্লো নাসাল ক্যানুলা (HFNC) এর সংমিশ্রণে ইনস্টল করা হয়েছি ল এবং ১০টি অন্যান্য চিকিৎসা সরঞ্জামের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। উল্লেখ্য, এই ১২১টি COSS ২,১৬৫টি আউটলেটের মাধ্যমে ২,১৬৫ রোগীর বেডের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে, অবশিষ্ট ২৩৪টি INFSP-এর মধ্যে রয়েছে বেশ কিছু চিকিৎসা সুবিধা স্থাপন এবং বিভিন্ন চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ (সারণি ২)। জাপানসহ বিভিন্ন দেশ থেকে চিকিৎসা সরঞ্জাম আনা হয়েছে। অনুমান করা হয়েছিল যে প্রতি বছর এই ৩৫৫টি INFSP-এর সরঞ্জাম এবং সুবিধা দিয়ে প্রায় ১২৩,০০০ রোগীকে চিকিৎসা সেবা দেয়া যেতে পারে।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সাজানো অক্সিজেন সিলিন্ডার, গোমস্তাপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, দাগনভূঁইয়া, ফেনীতে স্থাপিত অক্সিজেন সিলিন্ডারের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য স্থাপন করা সংশ্লিষ্ট ডিভাইস

সারণি ১: ৪র্থ রাউন্ডে কোভিড- ১৯ -সম্পর্কিত INFSP-এর সংখ্যা।

মোট INFSP সংখ্যা	COSS সহ INFSP-এর সংখ্যা		অন্যান্য চিকিৎসা সরঞ্জাম ও সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত INFSP সংখ্যা
	HFNC ছাড়া COSS-এর সংখ্যা	HFNC-এর সঙ্গে COSS-এর সংখ্যা	
৩৫৫	১০৪	১৭	২৩৪

সারণি ২: ৪র্থ রাউন্ডের INFSP-এর অধীনে ইনস্টল করা চিকিৎসা সুবিধা এবং সরঞ্জাম সরবরাহের তালিকা।

ক্রম নং	আইটেমের নাম	পরিমাণ
০১	অ্যাম্বুলেন্স	১১
০২	হাসপাতালের ওয়ার্ড/O.T এর জন্য এয়ার কন্ডিশনার	২৭
০৩	রক্তচাপ মাপার যন্ত্র	২২২
০৪	ডিজিটাল থার্মোমিটার/ইনফ্রারেড থার্মোমিটার	৪৩
০৫	ইসিজি মেশিন	২৯
০৬	নেবুলাইজার	৩৭৩

০৭	অক্সিজেন ঘনীভূতকারী মেশিন	১০৪
০৮	পালস অক্সিমিটার	২৬২
০৯	রোগীর শয্যা/বিছানা	৩৭৮
১০	রোগীর ট্রলি/হুইলচেয়ার	৫৫
১১	অপারেশন থিয়েটারের জন্য সার্জিক্যাল বেড	০২
১২	আল্ট্রা-সোনোগ্রাফ মেশিন	১১৭
১৩	এক্স-রে মেশিন	১৭
১৪	রোগীর ওজন মাপার মেশিন	৩৬
১৫	চিকিৎসা সরঞ্জাম রাখার জন্য রেফ্রিজারেটর	০১
১৬	কমিউনিটি ক্লিনিক ভবন নির্মাণ	০৯
১৭	আইসোলেশন ওয়ার্ড নির্মাণ	0৬
১৮	অক্সিজেন সিলিন্ডার ব্যাংক শেড নির্মাণ	৮0
১৯	কমিউনিটি ক্লিনিকে ডেলিভারি রুম নির্মাণ	0৬
২০	অপারেশন থিয়েটারের কক্ষ উন্নয়ন	0৩
২১	কমিউনিটি ক্লিনিক মেরামত	১৮
২২	পারিবার কল্যাণ কেন্দ্র মেরামত	০৭
২৩	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ভবন মেরামত	০৯
২৪	চিকিৎসা সরঞ্জাম (বিবিধ)	১১,৪৯১

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মোহনপুর, রাজশাহীতে অক্সিজেন সিলিন্ডার স্থাপন করা হয়েছে

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, তানোর, রাজশাহীতে আল্ট্রা-সোনোগ্রাফি মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে

উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, তানোর, রাজশাহীতে আল্ট্রা-অ্যাম্বুলেন্স মেশিন সরবরাহ করা হয়েছে

এছাড়াও, ৪র্থ রাউন্ডের জন্য নির্বাচিত সকল উপজেলায় মোট ৪৫৩টি কোভিড-১৯ প্রতিরোধমূলক ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট উপ-প্রকল্প (সিডিএসপি) বাস্তবায়িত হয়েছে। এই সিডিএসপিগুলোর মধ্যে, যথাক্রমে ৪০১টি প্রশিক্ষণ, ৩২টি কর্মশালা, ১০টি কোভিড-১৯ বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম, ৬টি প্রচারাভিযান এবং ৪টি সেমিনার আয়োজিত হয়েছিল। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এবং কমিউনিটি হেলথ কর্মীসহ মোট ৫৩,০৭৩ জন এই প্রোগ্রাম গুলোর সুবিধাভোগী ছিলেন। যদিও "কোভিড-১৯ প্রতিরোধমূলক উপ-প্রকল্প" বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত

কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যে নেওয়া হয়েছিল, তথাপিও এই কর্মসূচির প্রভাব অবশ্যই বহুগুণ বর্ধিত আকারে জনজীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশা করা যায়। উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সগুলোতে ইউজিডিপি দ্বারা সরবরাহ করা চিকিৎসা সরঞ্জাম এবং ডিভাইসগুলো মহামারি শেষ হওয়ার পরেও গুরুতর শ্বাসযন্ত্রের ব্যাধি এবং অন্যান্য জরুরি ক্ষেত্রে রোগীদের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। একইভাবে, স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এবং কমিউনিটি হেলথ ওয়ার্কাররা সেই অনুযায়ী সিডিএসপি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের অর্জিত জ্ঞান ব্যবহার করতে সক্ষম হবে।

জেলা প্রশাসক, মাগুরা শালিখা উপজেলায় কোভিড-১৯ প্রতিরোধ বিষয়ক স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন।

নড়াইলের সিভিল সার্জন ডা. নাসিমা আক্তার নড়াইল সদর উপজেলায় কোভিড-১৯ রোগী ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন।

উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

- ২০ মে ২০২০ তারিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং জাইকা-বাংলাদেশের মধ্যে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ বৈঠকে ইউজিডিপি দ্বারা ৪র্থ রাউন্ড (২০১৯-২০) কার্যকলাপের অধীনে ৩৫৭ টি উপজেলার জন্য "কোভিড-১৯ প্রতিরোধে উপ-প্রকল্প" বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।

- স্থানীয় পর্যায়ে কোভিড-১৯ সংক্রমণ মোকাবেলা করার জন্য প্রতিটি নির্বাচিত উপজেলায় কমপক্ষে ১০ লাখ টাকার স্বাস্থ্য-সম্পর্কিত একটি অবকাঠামোগত উপ-প্রকল্প এবং কোভিড-১৯ ভাইরাস এর সংক্রমণরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে সক্ষমতা উন্নয়ন বিষয়ক অন্তত একটি প্রশিক্ষণ উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল।

- ২০২২ সালের এপ্রিলের শেষ পর্যন্ত, ৪র্থ রাউন্ডের জন্য নির্বাচিত সকল উপজেলায় মোট ৩৫৫ টি কোভিড প্রতিরোধ সম্পর্কিত অবকাঠামোগত উপ-প্রকল্প (INFSP) বাস্তবায়িত হয়েছে। তন্মধ্যে ১২১টি উপ-প্রকল্প ছিল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সেন্ট্রাল অক্সিজেন সাপ্লাই সিস্টেম (সিওএসএস) স্থাপন, যেখানে ২,১৬৫টি অক্সিজেন আউটলেট রয়েছে। উক্ত ৩৫৫টি INFSP প্রদত্ত সকল সুবিধা এবং সরঞ্জামগুলো দ্বারা প্রতি বছর প্রায় ১২৩,০০০ রোগীর চিকিৎসা করার সক্ষমতা রয়েছে। অধিকন্তু, নির্বাচিত সকল উপজেলায় ৪৫৩টি সক্ষমতা উন্নয়ন উপ-প্রকল্প (CDSP) বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এবং কমিউনিটি হেলথ কর্মীসহ মোট ৫৩,০৭৩ জনকে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ-সম্পর্কিত বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

প্রকল্পের নাম: উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (UGDP)

এলাকা: ৩৫৭ উপজেলা

প্রাসঙ্গিক এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা: SDG1, SDG3, SDG16

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: এলজিডি এবং জাইকা

বাস্তবায়নের সময়কাল: অর্থবছর ২০১৯-২০২২

সুবিধাভোগী: প্রতি বছর ১,২৩,০০০ রুগী এবং ৫৩,০৭৩ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হয়েছে।

উন্নত সুশাসন এবং উন্নত সেবা প্রদান: চাঁদপুর সদর উপজেলার সাফল্যের গল্প

প্রেক্ষাপট

চাঁদপুর সদর উপজেলা চাঁদপুর জেলার একটি উন্নত উপজেলা। এই উপজেলা ২০১৭ সালে গভর্ন্যান্স পারফরমেন্স অ্যাসেসমেন্টের চালুর প্রথম বছরে উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের (ইউজিডিপি) টার্গেট উপজেলা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রথম গভর্ন্যান্স পারফরমেন্স অ্যাসেসমেন্টে চাঁদপুর সদর উপজেলা পরিষদ ১০০ নম্বরের মধ্যে ৫৯ নম্বর পেয়েছিল। দুর্বল ডকুমেন্টেশন এবং রেকর্ড-রক্ষণের কারণে এই স্কোরটি খুব বেশি ছিল না। এরপর থেকে ইউজিডিপি'র আওতায় এই উপজেলা পরিষদের প্রশাসনিক কর্মক্ষমতা উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং এর ফলে প্রকল্প বাস্তবায়নের ৫ম দফায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

ইউজিডিপির অধীনে বার্ষিক গভর্ন্যান্স পারফরমেন্স অ্যাসেসমেন্ট মোট ০৫ বার পরিচালিত হয়েছে এবং চাঁদপুর সদর উপজেলা পরিষদ ০৫টি রাউন্ডেই উত্তীর্ণ হয়েছে। আয়কর ও ভ্যাট বাদ দিয়ে উপজেলাটি দুইবার ২০ লাখ টাকা প্রণোদনা, নিয়মিত বরাদ্দ ৫০ লাখ টাকা করে পাঁচবার মোট ২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিএ) পেয়েছে।

পরিচালন পদ্ধতির উন্নয়ন:

ইউজিডিপি কর্তৃক নিযুক্ত উপজেলা উন্নয়ন সহায়ক (ইউডিএফ) উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উপজেলা কমিটির সভাসমূহ নিয়মিত আয়োজনে সহায়তা প্রদান, যথাযথ ডকুমেন্টেশন, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা, বার্ষিক বাজেট ও বার্ষিক আর্থিক বিবরণী প্রণয়ন এবং উপজেলা পরিষদ ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ করা এসব কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

বহু-খাতসম্পন্ন কর্মসূচী:

উপজেলা পরিষদ ৩৩টি ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট সাব-প্রজেক্ট (সিডিএসপি) এবং ০৯টি অবকাঠামো উপ-প্রকল্প (আইএনএফএসপি)

বাস্তবায়ন করেছে। এই সাব-প্রজেক্টগুলো বহু-খাতসম্পন্ন এবং বহুমূখী ছিল, যা বিভিন্ন খাতের অংশীজনদের উপকৃত করেছে।

সরকারী কর্মকর্তা	৩৪৪	পাবলিক সার্ভিস প্রোভাইডার ৭৫৪
শিক্ষক	২৮০	
স্বাস্থ্যকর্মী	১৩০	
নির্মাণ শ্রমিক	১৬০	তৃণমূল সুবিধাভোগী ১,৬৭৬ জন
কৃষক	৮৮০	
জেলে	২২০	
নারী	১৩০	
সিএনজি চালক	১০৬	
পিতামাতা/অভিভাবক	৯৫	
বেকার যুবক	৮৫	
জনপ্রতিনিধি	৩০	সুশীল সমাজ ১৯৯ জন
ধর্মীয় গুরুজন	৩০	
বিবাহ নিবন্ধক	১৩৯	
মোট	**২,৬২৯**	

সিডিএসপির অধীন প্রশিক্ষণে মোট ২,৬২৯ জন অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। এরা হলেন (১) পাবলিক সার্ভিস প্রোভাইডার ৭৫৪ জন, (২) সুশীল সমাজ প্রতিনিধি ১৯৯ জন এবং (৩) তৃণমূল সুবিধাভোগীগণ ১,৬৭৬ জন। এছাড়া বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অনেক প্রচারাভিযানের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে ৭,৪৬৫ জন কিশোর-কিশোরী অংশ গ্রহণ করেছিল। এই সেশনগুলোতে কিশোর-কিশোরীদের প্রজনন স্বাস্থ্য, লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ইত্যাদির মতো বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ইউজিডিপি তহবিল ব্যবহার করে সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট লাইন বিভাগ এই সকল প্রশিক্ষণ কর্মসূচী প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করেছে। প্রশিক্ষিত অংশগ্রহণকারীগণ তাদের দৈনন্দিন জীবন এবং কাজে তাদের নতুন জ্ঞান এবং দক্ষতা ব্যবহার করছে।

উপ-প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা পরিষদ প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করলেও প্রথম এবং দ্বিতীয় রাউন্ডে ইউডিএফ পূর্ণ-সময়কালীন এবং তৃতীয় রাউন্ড হতে দূরবর্তীভাবে এই কার্যক্রমসমূহের সহায়তায় জড়িত ছিল।

সারণি ১: সক্ষমতা উন্নয়ন উপ-প্রকল্পসমূহের তালিকা

রাউন্ড ১	রাউন্ড ২	রাউন্ড ৩	রাউন্ড ৪	রাউন্ড ৫
• পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পশুসম্পদ প্রশিক্ষণ • অ-বিষাক্ত ফসল চাষে প্রশিক্ষণ • বাল্যবিবাহ, প্রজনন স্বাস্থ্য বিষয়ে কর্মশালা • অনগ্রসর মহিলাদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ • সিটিজেন চার্টার এবং আরটিআই বিষয়ে প্রশিক্ষণ • বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে কর্মশালা	• অসংক্রামক রোগের উপর প্রশিক্ষণ • শ্রেণীকক্ষে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের প্রশিক্ষণ • ওয়েব পোর্টাল এবং ই-ফাইলিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ • পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পশুসম্পদ প্রশিক্ষণ • কুমড়া জাতীয় ফসল চাষের প্রশিক্ষণ • দরিদ্র মহিলাদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ • ইলিশ মাছ রক্ষায় কর্মশালা	• গরু-ছাগল পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ • আইসিটি মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ • ওয়েব পোর্টাল এবং ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ • ব্লক বাটিক এবং ক্রিস্টাল পণ্য তৈরির প্রশিক্ষণ • গ্রাফিক্স ডিজাইন এবং ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ • শিশু যত্ন এবং প্রসূতি স্বাস্থ্যের উপর প্রশিক্ষণ • মোবাইল ফোন সার্ভিসিং প্রশিক্ষণ • শারীরিক থেরাপির প্রশিক্ষণ	• COVID-19 সচেতনতা বিষয়ে কর্মশালা • প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শারীরিক থেরাপির প্রশিক্ষণ • ওয়েব পোর্টালে প্রশিক্ষণ, ই-ফাইলিং এবং ডিজিটাল অফিস ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ • গ্রাফিক ডিজাইন এবং ফ্রিল্যান্সিং-এ উন্নত ধাপের প্রশিক্ষণ • ডিজিটাল ক্লাস ম্যানেজমেন্টের উপর প্রশিক্ষণ • ব্লক-বাটিক ও শো-পিস তৈরির প্রশিক্ষণ	• COVID-19 সচেতনতা বিষয়ে কর্মশালা • পেশাদারদের জন্য ই-মিউটেশনের উপর প্রশিক্ষণ • নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ • কৃষকদের জন্য সবজি চাষের প্রশিক্ষণ • সিএনজি চালকদের জন্য ট্রাফিক আইন সম্পর্কে সচেতনতামূলক কর্মশালা • ওয়েব পোর্টাল, ই-ফাইলিং এবং ডিজিটাল অফিস ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

সারণী ২: অবকাঠামো উপ-প্রকল্পসমূহের তালিকা

রাউন্ড ১	রাউন্ড ২	রাউন্ড ৩	রাউন্ড ৪	রাউন্ড ৫
• গভীর নলকূপ, বৈদ্যুতিক পানির ফিল্টার, মাছের শেড, সেচ ড্রেন নির্মাণ • ল্যাপটপ/কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর এবং স্কুলের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহ	প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্কুল ভবন (স্বপ্ন) নির্মাণ	শ্রেণীকক্ষ নির্মাণ	• চিকিৎসা সরঞ্জাম, UHC এর জন্য অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য ল্যাপটপ, ডেস্কটপ কম্পিউটার ও প্রিন্টার সরবরাহ • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য উচু-নিচু বেঞ্চ সরবরাহ	• সেচ ড্রেন নির্মাণ • হাত ধোয়ার বেসিন এবং বৈদ্যুতিক পানির ফিল্টার স্থাপন

০৯ টি অবকাঠামো উপ-প্রকল্প (আইএনএফএসপি) হতে প্রাপ্ত ফলাফলের সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ:

স্বাস্থ্য খাত:

৪৪ কমিউনিটি ক্লিনিকে অক্সিজেন সিলিন্ডার (১০ সেট), পালস অক্সিমিটার (৬০), রক্তচাপ মেশিন (৬০), পোর্টেবল নেবুলাইজার মেশিন (৫০), শরীরের ওজন ও উচ্চতা মেশিন (৫৭), মোবাইল স্পটলাইট (৩), ডিজিটাল থার্মোমিটার (৫৯) এবং বৈদ্যুতিক জল ফিল্টার (৩৫) সরবরাহ করা হয়েছে। ৩০টি কমিউনিটি ক্লিনিকে হ্যান্ডওয়াশিং বেসিন এবং বৈদ্যুতিক পানির ফিল্টার স্থাপন করা হয়; এছাড়া ০৬ টি গভীর নলকূপও স্থাপন করা হয়েছে।

শিক্ষা খাত:

একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উর্ধমূখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে। যেখানে ০৪ টি কক্ষ নির্মান, আসবাবপত্র এবং বৈদ্যুতিক সরঞ্জামসহ প্রদান করা হয়েছে। একটি স্কুল ভবন নির্মিত হযেছে। নির্মিত ভবনে ৪টি কক্ষ, স্বাস্থ্যকর টয়লেট, বৈদ্যুতিক পানির ফিল্টার এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য আসবাবপত্র রয়েছে। ২০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর বিতরণ করা হয়েছে। ৩৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৬৮৫ জোড়া আধুনিক উঁচু-নিচু বেঞ্চ প্রদান করা হয়েছে।

কৃষি খাত:

১,১০০ মিটার সেচ ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে, যাতে সেচের পানি যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষকরা সরাসরি উপকৃত হতে পারেন।

ফলাফল

সুশাসনের উন্নতি: ইউজিডিপি সকল উপজেলা পরিষদের জন্য পাঁচটি দফায় পারফরমেন্স অ্যাসেসমেন্ট পরিচালনা করে যোগ্য উপজেলা পরিষদ নির্বাচন করার জন্য, যা ইউজিডিপি হতে দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিএ) পেতে পারে। চাঁদপুর সদর উপজেলা পরিষদ সকল রাউন্ডে ইউজিডিপি হতে পিবিএ পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে। চাঁদপুর সদর উপজেলা ১ম রাউন্ডে ৫৯ নম্বর এবং ৫ম রাউন্ডে ৮৮ নম্বর পায়। এটি ইউজিডিপি বাস্তবায়নের ০৫ বছরে উপজেলার প্রশাসনিক কর্মক্ষমতার উল্লেখযোগ্য উন্নতির নির্দেশক।

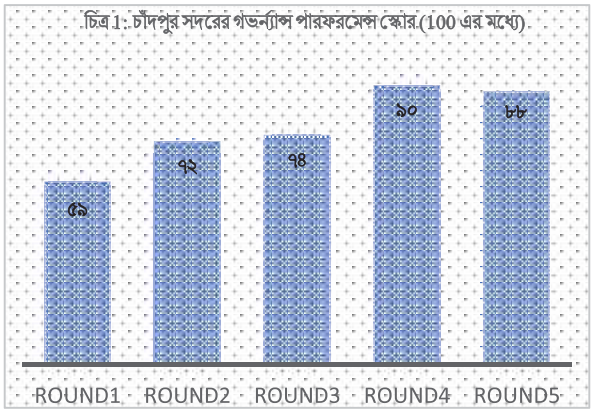

চিত্র 1: চাঁদপুর সদরের গভর্ন্যান্স পারফরমেন্স স্কোর (100 এর মধ্যে)

এখন প্রকল্প নির্বাচন কমিটি সক্রিয়ভাবে সমস্ত সম্ভাব্য উপ-প্রকল্পসমূহ পর্যালোচনা করে এবং তাদের মধ্যে কয়েকটি অনুমোদনের জন্য উপজেলা পরিষদের কাছে সুপারিশ করে। এখন নিয়মিত উপজেলা পরিষদ ওয়েব পোর্টাল হালনাগাদ তথ্য দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং বাজেটিং এখন নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

উপজেলা পরিষদ সহ-সভাপতিদের নেতৃত্বে উপজেলা কমিটিগুলো সকল সিডিএসপি বাস্তবায়ন করেছে। অধিক সংখ্যক সিডিএসপি বাস্তবায়নের মাধ্যমে তারা সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে আস্থা অর্জন করছে, যা তাদের ক্ষমতায়ন করছে। উপজেলা কমিটিসমূহের সক্রিয়তার কারনে এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মান অধিকতর উন্নত হয়েছে। উপজেলা কমিটি কর্তৃক প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির (পিআইসি) চেয়ে বেশি কার্যকর হয়েছে। উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতি এখন পরিচিতি লাভ করছে এবং ক্রয় প্রক্রিয়ায় আরও স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়েছে।

ইউজিডিপি'র বরাদ্দকৃত তহবিল দ্বারা বিশেষভাবে স্থানীয় চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে নিম্নরূপ উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে।

স্বাস্থ্য সেবা প্রদান: চাঁদপুর সদর উপজেলার কমিউনিটি ক্লিনিকে অক্সিজেন সিলিন্ডার ও চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে, যা কোভিড-১৯ এর চিকিৎসায় ভূমিকা রাখছে। অনেক কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগী এই কার্যক্রমের সুফল পেয়েছেন। কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহে বিভিন্ন চিকিৎসা সরঞ্জাম সরবরাহ এবং ৩০টি হাত ধোয়ার বেসিন স্থাপনের ফলে কোভিড-১৯ ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধে স্বাস্থ্য খাত অত্যন্ত উপকৃত হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগীদের জন্য ৩৫টি বৈদ্যুতিক পানির ফিল্টার এবং ০৬টি গভীর নলকূপও স্থাপন করা হয়েছে।

চাঁদপুর সদর উপজেলার বালিয়া ইউনিয়নের চাপিলা কমিউনিটি ক্লিনিকে নিরাপদ পানীয় জলের জন্য বৈদ্যুতিক পানির ফিল্টার স্থাপন করা হয়েছে

স্বাস্থ্যকর্মীগণ প্রশিক্ষণ এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম ব্যবহার দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান ব্যবহার করে ৪৪টি কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে এক বছরে ২০-২৫ হাজার রোগীর জন্য অধিকতর উন্নত স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করছে। এর প্রায় ৭০-৮০ শতাংশ রোগীই নারী। হাঁপানির রোগীরা বিনামূল্যে নেবুলাইজেশন পাচ্ছে। কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চল/গ্রামীণ জনগোষ্ঠী তাদের দোরগোড়ায় বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা পাচ্ছে।

শিক্ষা খাতের উন্নতি: অটিজমে আক্রান্ত শিশুদের জন্য একটি নতুন স্কুল ভবন নির্মাণের ফলে শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। স্কুল ভবনগুলোর সংস্কার এবং সম্প্রসারণও স্কুলে শিক্ষার্থীদের সংখ্যা বাড়িয়ে তুলছে এবং স্কুল পরিচালকগণ গ্রামীণ শিশুদের জন্য আরও ভাল শেখার পরিবেশ এবং সুযোগ প্রদান করতে পেরেছেন। আসবাবপত্র এবং কম্পিউটার / ল্যাপটপের সরবরাহের মাধ্যমে গ্রামীণ স্কুল ব্যবস্থায় শিক্ষার মান উন্নয়ন হয়েছে। প্রয়োজনীয় সংখ্যক কম্পিউটার, ল্যাপটপ, প্রিন্টার, মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর, স্ক্যানার ইত্যাদি নিয়ে শিক্ষা খাত আইসিটিতে সমৃদ্ধ হয়েছে। শিক্ষা খাত এখন অবকাঠামো, আসবাবপত্র এবং শিক্ষার সরঞ্জামগুলোর ক্ষেত্রে আরও দক্ষ, যা মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে সহায়তা করছে।

নির্মিত সেচ ড্রেন

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি: সেচ নালা বিভিন্নভাবে উপকার করেছে। এটি শুষ্ক মৌসুমে পানির অপব্যবহার রোধ করে এবং ধান ও অন্যান্য ফসলের কম খরচে উৎপাদনের সুবিধা প্রদান করে। এটি ব্যাপকভাবে খাদ্য নিরাপত্তায় অবদান রাখছে। প্রায় ১,৭০০ জন কৃষক ইউজিডিপি সহায়তায় সেচ সুবিধা ব্যবহার করছেন এবং ৩০০ একর জমি সেচের আওতায় আনা হয়েছে। এটি প্রায় ৫০০ মেট্রিক টন ধান উৎপাদনে সহায়তা করবে এবং ৭০,০০০ মানুষ এই উপ-প্রকল্পের পরোক্ষ সুবিধাভোগী হবে।

বেকার যুবকদের জন্য একটি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের উদ্বোধন।

অর্থনৈতিক সুবিধা: প্রায় ১,২০০ জন সুবিধাভোগী বিভিন্ন ধরনের আয় বৃদ্ধির কার্যক্রমের (আইজিএ) সাথে সরাসরি জড়িত এবং তাদের পরিবারের উপার্জনক্ষম সদস্য হয়ে উঠেছে, যেখানে পরোক্ষভাবে প্রায় ৬,০০০ মানুষ অর্থনৈতিকভাবে উপকৃত হয়।

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য স্কুল: প্রতিবন্ধী শিশুদের অধিকার নিশ্চিত করা

চাঁদপুর সদর উপজেলার প্রতিবন্ধী শিশুদের সঠিক শিক্ষা লাভের কোন সুযোগ ছিল না। উপজেলা সমাজকল্যাণ কার্যালয় প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একটি স্কুল নির্মাণের প্রস্তাব উপস্থাপন করে। উপজেলা পরিষদ প্রস্তাবটি অনুমোদন করে ইউজিডিপি তহবিল ব্যবহার করে প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য একটি পৃথক বিদ্যালয় নির্মাণ করে।

প্রকল্পের নাম: প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য SAPNA (স্বপ্ন) স্কুল নির্মাণ

প্রকল্প আইডি:

আইএনএফ-২০১৭-১৮-২০১৩২২-০১

বাস্তবায়নের সময়কাল: ২০১৯-২০

স্থান: কালেক্টরেট স্কুল, চাঁদপুর

প্রাসঙ্গিক এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা: ০৪

সুবিধাভোগী: (পুরুষ ১০০, মহিলা ১০০)

***মোট বিনিয়োগ:** টাকা ৪১, ১৫,৩০৮.০০*

উপজেলার এবং কর্মদক্ষতায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন

ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট উপজেলা কমিটির মাধ্যমে উপ-প্রকল্পের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অংশ নিয়ে ক্ষমতায়িত হন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইউজিডিপি শুরুর পূর্বে বেশীরভাগ উপজেলা কমিটিসমূহ নিষ্ক্রিয় ছিল। কারণ এই কমিটিসমূহ কাজ করতে পারে এমন কোনও প্রকৃত আর্থিক সংস্থান ছিল না। ইউজিডিপি তহবিল বরাদ্দের মাধ্যমে উপজেলা কমিটিসমূহকে সক্রিয় করার জন্য পদক্ষেপ নিয়েছে। উপজেলা পরিষদের সহ-সভাপতিগন এই কমিটিগুলো হতে মাসিক উপজেলা পরিষদের সভায় তাদের মনোনীত উপ-প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের সুপারিশ পাঠান।

ইউজিডিপি উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নেকালে তত্ত্বাবধান এবং পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম বৃদ্ধি করেছে। উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় সংশ্লিষ্ট কারিগরি ও তত্ত্বাবধায়ক কর্মী এবং উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রায়ই প্রশিক্ষণের স্থান ও প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা হয়। যা উন্নয়ন প্রকল্পের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করবে। আশা করা যায় যে, ইউজিডিপির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত এই অনুশীলনটি অন্যান্য এডিপি স্কিমগুলোর তত্ত্বাবধানেও ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করা হবে।

"স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং কৃষি খাতসমূহ ইউজিডিপি'র কার্যক্রমের মাধ্যমে অত্যন্ত উপকৃত হয়েছে। এখন এই খাতসমূহ তাদের লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য UGDP-JICA-এর সহায়তায় অনেক বেশী সক্ষমতা, ইনপুট এবং অবকাঠামো সহায়তার মাধ্যমে অধিকতর উন্নত সেবা নিশ্চিত করতে পেরেছে। আমি UGDP এবং JICA-কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

জনাব নুরুল ইসলাম নাজিম দেওয়ান, চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, চাঁদপুর।

"ইউজিডিপি হল বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত সবচেয়ে ব্যতিক্রমী এবং আশা ব্যঞ্জক প্রকল্পগুলোর মধ্যে একটি। এই প্রকল্পের মাধ্যমে উপজেলা পরিষদসমূহ, যা স্থানীয় সরকারের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্তর- প্রধানত শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কৃষি খাতে প্রয়োজন-ভিত্তিক উন্নয়নমূলক উপ-প্রকল্প গ্রহণ করে অধিক প্রতিক্রিয়াশীল হয়েছে। পাশাপাশি, এটি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় অধিক দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। আমি ইউজিডিপির দীর্ঘমেয়াদী স্থায়িত্ব কামনা করছি।"

মিসেস সানজিদা শাহনাজ, ইউএনও, চাঁদপুর সদর, চাঁদপুর।

উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

- উন্নততর জনসেবা প্রদানে সক্ষমতা উন্নয়ন ও অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- উপজেলা পর্যায়ে কর্মরত স্থানান্তরিত লাইন বিভাগের অধিকাংশ জনই উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত ছিল;
- উপ-প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রে অংশীজনদের বিভিন্ন গোষ্ঠীর স্বার্থ বিবেচনা করা হয়েছে;
- স্থানীয় চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের উপর ভিত্তি করে বহুমুখী খাতসম্পন্ন উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ নকশা এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- উচ্চ পর্যায়ের নীতিনির্ধারক এবং সরকারী কর্মকর্তাগণকে এই প্রকল্প সম্পর্কে অবহিত এবং আপডেট করা হয়েছে।

প্রকল্পের নাম: উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (UGDP)

এলাকা: চাঁদপুর সদর উপজেলা, চাঁদপুর জেলা

প্রাসঙ্গিক এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা: SDG 1, 2, 3, 8, and 16

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: এলজিডি এবং জাইকা

বাস্তবায়নের সময়কাল: অর্থবছর ২০১৭-২০২২

সুবিধাভোগী: নিবন্ধে বর্ণিত হিসেবে

উপজেলা পরিষদ কর্তৃক উন্নত জনসেবা প্রদান: কেরানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদের একটি উদাহরণ

প্রেক্ষাপট

উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্তর যেখানে সরকারি কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধি উভয়কেই জনসেবা প্রদানের জন্য একসাথে কাজ করতে হয়। কেরানীগঞ্জ উপজেলা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে ঢাকা শহরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এটি ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন সংলগ্ন একটি দ্রুত বর্ধনশীল জনপদ, এবং এটি ঢাকা জেলার সবচেয়ে শহুরে উপজেলাগুলির মধ্যে একটি। এই উপজেলায় ১৬৬.৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ৬,০৩,০৬০ জন জনসংখ্যার ১২টি ইউনিয়ন রয়েছে।

কেরানীগঞ্জ উপজেলা ঢাকা শহর সংলগ্ন হওয়ায় বিপুল সংখ্যক অভিবাসী জনগোষ্ঠী এই এলাকায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছে বা অস্থায়ীভাবে বসবাস করছে সেজন্য এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ হয়ে উঠেছে, যদিও সরকারী সেবা সাধারণত তাদের চাহিদা পূরণের জন্য যথেষ্ট নয়। এমন পরিস্থিতিতে ইউজিডিপির সহায়তায় স্বাস্থ্যসেবা, পানি সরবরাহ, পয়ঃনিষ্কাশন ও শিক্ষা খাতে জনসেবা প্রদানে উপজেলা পরিষদ উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

কেরানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ ১ম রাউন্ড থেকে ইউজিডিপির তহবিল পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছে। ইউজিডিপি-র অধীনে পরিচালিত মোট ৫ বার বার্ষিক গভর্ন্যান্স পারফরমেন্স অ্যাসেসমেন্টে (পিএ) এই উপজেলা পরিষদটি ৫ রাউন্ডেই যোগ্যতা অর্জন করেছে। উপজেলাটি মোট ২৭,০০০,০০০ টাকা দক্ষতা-ভিত্তিক বরাদ্দ (পিবিএ) পেয়েছে এবং অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের জন্য অতিরিক্ত ইনসেন্টিভ পেয়েছে।

বিগত ৫ বছরে কেরানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ ৩০টি সক্ষমতা উন্নয়ন উপ-প্রকল্প (সিডিএসপি) এবং ৮টি অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্প (আইএনএফএসপি) বাস্তবায়ন করেছে। ৩০টি সিডিএসপি একাধিক সেক্টর এবং সাব-সেক্টর অন্তর্ভুক্ত করছে: কৃষি ও সেচ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, আইসিটি, ভূমি প্রশাসন, জনস্বাস্থ্য, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন এবং আইজিএ, নারী

উন্নয়ন এবং যুব ও ক্রীড়া। এই সমস্ত সিডিএসপিগুলির জন্য, উপজেলা পর্যায়ে প্রাসঙ্গিক স্থানান্তরিত লাইন বিভাগগুলি তাদের নকশা এবং বাস্তবায়নে অবদান রেখেছে।

সারণি ১: সক্ষমতা উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের তালিকা (সিডিএসপি)

রাউন্ড ১	রাউন্ড ২	রাউন্ড ৩	রাউন্ড ৪	রাউন্ড ৫
নিরাপদ মাতৃত্বের উপর প্রশিক্ষণ	কিশোর প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর প্রশিক্ষণ	জিওবি কর্মকর্তাদের জন্য ই-ফাইলিং এবং ওয়েব পোর্টাল প্রশিক্ষণ	ওয়েব পোর্টালে প্রশিক্ষণ এবং NBD কর্মকর্তাদের জন্য ই-ফাইলিং	ডিজিটাল ডকুমেন্ট, ওয়েব পোর্টাল এবং অফিস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে
পশুর মাংস ও দুধ উৎপাদন বিষয়ে কৃষকদের প্রশিক্ষণ	বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা	ফ্রিল্যান্সিং এর উপর প্রশিক্ষণ	জমির মেয়াদ এবং জমির অধিকার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ	সদ্য বিবাহিত দম্পতির জন্য প্রজনন স্বাস্থ্যের উপর প্রশিক্ষণ
শিক্ষকদের জন্য মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের বিষয়ে আইসিটি প্রশিক্ষণ	TLD কর্মকর্তাদের জন্য ই-ফাইলিং প্রশিক্ষণ	প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এবং ক্ষুদ্র কৃষকদের জন্য IGA-এর উপর প্রশিক্ষণ	স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য COVID-১৯ সচেতনতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ	বয়ঃসন্ধিকালের প্রজনন স্বাস্থ্য পরিচর্যার প্রশিক্ষণ
নিরাপদ কৃষি উৎপাদন বিষয়ে প্রশিক্ষণ	ফ্রিল্যান্সিং এর উপর প্রশিক্ষণ	ছাদে সবজি ও ফল বাগানের প্রশিক্ষণ	প্রধান শিক্ষকদের জন্য আইসিটি এবং প্রশাসনিক দক্ষতার উপর প্রশিক্ষণ	মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য আইসিটি-সম্পর্কিত শিক্ষাদানের প্রশিক্ষণ
যুবকদের জন্য ব্লক বাটিক প্রশিক্ষণ	গরুর মাংস মোটাতাজাকরণের প্রশিক্ষণ	মোবাইল সার্ভিসিং এর উপর প্রশিক্ষণ	বেকার শিক্ষিত যুবকদের জন্য মোবাইল সার্ভিসিং বিষয়ে প্রশিক্ষণ	বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষের প্রশিক্ষণ
মহিলাদের জন্য সেলাই প্রশিক্ষণ	সৌন্দর্যায়নের উপর প্রশিক্ষণ	দুধ উৎপাদনকারীর জন্য অন-ফার্ম ব্যবস্থাপনার প্রশিক্ষণ	সিকারিতলার জনসাধারণের জন্য স্বাস্থ্যকর ল্যাট্রিন ব্যবহার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ	জমির বন্ধোবস্ত এবং জমির অধিকার সম্পর্কে প্রশিক্ষণ

আইএনএফএসপির কথা বলতে গেলে, ৫ বছরে কেরানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ স্বাস্থ্য, জনস্বাস্থ্য ও শিক্ষা খাতে ৮টি আইএনএফএসপি বাস্তবায়ন করেছে। এই উপজেলা পরিষদ ইউজিডিপি তহবিলের মাধ্যমে জনগণের চাহিদার উপর ভিত্তি করে অপেক্ষাকৃত বড় বড় আইএনএফএসপি বাস্তবায়ন করেছে, যা তারা তাদের নিয়মিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বরাদ্দের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে পারেনি।

সারণী ২: অবকাঠামো উপ-প্রকল্পগুলির তালিকা (INFSPs)

রাউন্ড ১	রাউন্ড ২	রাউন্ড ৩	রাউন্ড ৪	রাউন্ড ৫
উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বেবি কর্নার নির্মাণ	পরীক্ষা কেন্দ্রের জন্য উচ্চ-নিম্ন বেঞ্চ সরবরাহ করা	হরিজন সম্প্রদায়ের কমিউনিটি সেন্টার, ড্রেন, ল্যাট্রিন এবং পানির পাম্প নির্মাণ (সমন্বিত সম্প্রদায় উন্নয়ন)	উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জন্য চিকিৎসা সরঞ্জাম ও অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সংস্কার
বাঘাইর উচ্চ বিদ্যালয়ে পাঠাগার নির্মাণ			স্যুয়ারেজ লাইন নির্মাণ	২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উচ্চ-নিম্ন বেঞ্চের সরবরাহ

স্বাস্থ্য খাত:

প্রতিদিন প্রায় ২০০-২৫০ জন মহিলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসার জন্য আসেন এবং বেশিরভাগই তাদের ছোট বাচ্চাদের সাথে নিয়ে যান। তবে হাসপাতালে কোনও বুকের দুধ খাওয়ানোর ঘর ছিল না এবং ডাক্তারদের সাথে দেখা করার সময় তাদের বাচ্চাদের রাখার জন্য কোনও নিরাপদ জায়গা ছিল না। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক স্বাস্থ্য খাতের অধীনে, একটি বেবি কর্নার নির্মাণ করা হয়েছে। মানসম্পন্ন স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার জন্য, শিশুদের জন্য ভাল সজ্জা এবং খেলার উপকরণ সহ একটি অতিরিক্ত বড় ঘর, একটি পৃথক বুকের দুধ খাওয়ানোর ঘর, একটি রোগীর ওয়েটিং রুম এবং ফ্ল্যাশ দরজা সহ একটি ডাক্তারের রুম নির্মাণ করা হয়েছিল। অপারেশনের জন্য, একজন সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট মেডিকেল অফিসার আবর্তনের ভিত্তিতে বেবি কর্নারে কাজ করছেন। উপরন্তু, একটি পাঁচ সদস্যের বেবি কর্নার ম্যানেজমেন্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে, এবং ডাক্তারগন এই বেবি কর্নারের মাধ্যমে আরও ভাল পরিষেবা নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করেন।

কোভিড-১৯ মহামারি মোকাবেলায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে অক্সিজেন সিলিন্ডার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য উপকরণ সরবরাহ করা হয়। উপজেলা পরিষদ থেকে এই সহায়তা উপজেলা পর্যায়ে উন্নততর কোভিড-১৯ রোগীর সেবা প্রদান করে।

এই উপজেলা ঢাকা শহরের কাছে অবস্থিত, দরিদ্র মানুষের ঘনত্ব রয়েছে এবং তারা সাধারণত তাদের চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে আসে। কেরানীগঞ্জ উপজেলার কালিন্দী, জিঞ্জিরা ও কলাতিয়া ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রসমূহের (ইউএইচএফডব্লিউসি) সংস্কার কার্যক্রম ইউজিডিপির আওতায় বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কারণ যাইহোক, এই ৩টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের ছাদ জরাজীর্ণ, কোনও জল সরবরাহ নেই, ডেলিভারি রুমগুলিতে কোনও উপযুক্ত পরিবেশ নেই। এই পরিস্থিতি উন্নত করার জন্য, ইউজিডিপির অধীনে গৃহীত প্রধান পদক্ষেপগুলি হলো ক্ষতিগ্রস্থ ছাদ মেরামত, মেঝেতে টাইলস ফিটিং মেরামত, বাথরুমের নির্মাণ / মেরামত, জল সরবরাহ ব্যবস্থা ইনস্টল করা, ডেলিভারি বিছানা এবং স্বাভাবিক বিছানা সরবরাহ, ডেলিভারি রুম এবং সাকার মেশিনগুলির জন্য এয়ার কন্ডিশনার।

শিক্ষা খাত:

কাঠের ডেস্ক এবং বেঞ্চের মতো স্কুলের আসবাবপত্রগুলি খারাপ ছিল। এ খাতে যথেষ্ট বাজেট বরাদ্দ ছিল না। এছাড়া কভিড-১৯ মহামারীর কারণে আরোপিত লকডাউনের পরে, স্কুলগুলিকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হয়েছিল এবং এর জন্য দ্বিগুণ সংখ্যক ছাত্র বেঞ্চের প্রয়োজন ছিল। এমন পরিস্থিতিতে উপজেলা পরিষদ প্রাথমিক থেকে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩৫৯ সেট হাই-লো বেঞ্চ সরবরাহ করে। এছাড়া কেরানীগঞ্জে পরীক্ষা কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত ৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৪৬৯ সেট হাই-লো বেঞ্চ সরবরাহ করা হয়। এছাড়া বাঘাইর উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি গ্রন্থাগারও নির্মিত হয়েছে।

জনস্বাস্থ্য খাত:

সিকারিটোলায় হরিজন (তফসিলি জাতি) পল্লীর জনগন দীর্ঘদিন ধরে মৌলিক পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিল। একটি হরিজন পল্লীতে, একটি সমন্বিত কমিউনিটি উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে, স্থানীয় বাসিন্দাদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্য বিভিন্ন ধরণের অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে, যার মধ্যে একটি কমিউনিটি সেন্টার, ৫ টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন, ২ টি গভীর নলকূপ, একটি ফুটপাত, কবরস্থান এবং একটি ড্রেন অন্তর্ভুক্ত ছিল। উপজেলা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত সুযোগ-সুবিধার ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণের বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রশিক্ষণও প্রদান করা হয়েছে।

পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখতে এবং এলাকায় উন্নত স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার জন্য উপজেলা পরিষদকেরানীগঞ্জ উপজেলার মনু বেপারী ঢাল থেকে ভাগনা প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ৩৫৪ মিটার দীর্ঘ সড়ক পয়ঃনিষ্কাশন লাইনও নির্মাণ করে । এটি পয়ঃনিষ্কাশন এবং বৃষ্টির জল পয়ঃনিষ্কাশন উভয়ের জন্য একটি ভূগর্ভস্থ পাইপ ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে।

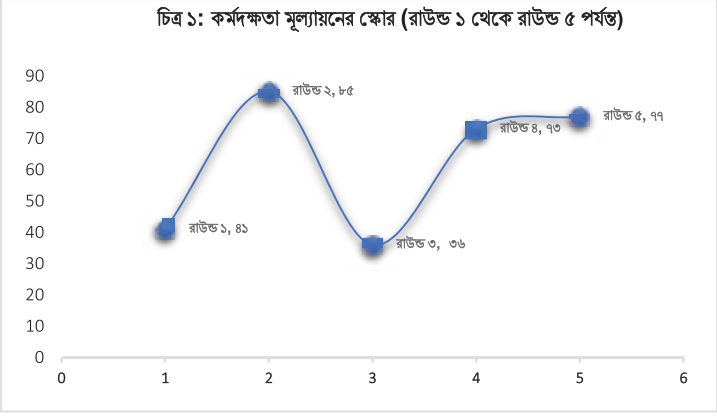

ফলাফল

গভর্ন্যান্সের উন্নতি:

কেরানীগঞ্জ উপজেলা ১ম পিএ-তে ৪১ (মোট সর্বোচ্চ ১০০ এর মধ্যে) স্কোর করেছে, তারপরে ২য় ও ৩য় পিএ-তে স্কোর ওঠানামা করেছে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম পিএ-তে স্কোর স্থিতিশীল হয়েছে। এই ওঠানামার কারণ হচ্ছে, তৃতীয় পিএ'র সময় উপজেলায় কিছু অভ্যন্তরীণ প্রশাসনিক সমস্যা দেখা দিয়ে ছিল। ইউডিএফ কর্তৃক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে এই উপজেলার পরিচালন ও উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন আসে।

স্বাস্থ্য খাত:

বেবি কর্নার নির্মাণ এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে কোভিড-১৯ মোকাবেলায় অক্সিজেন সিলিন্ডার ও অন্যান্য সরঞ্জামের ব্যবস্থা এবং কালিন্দী, জিঞ্জিরা ও কলাতিয়া ইউনিয়নে ৩টি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র সংস্কারের মাধ্যমে কেরানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ একাধিক ক্ষেত্রে তার স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের উন্নতি ঘটায়। এই সমস্ত উদ্যোগগুলি নিরাপদ মাতৃত্ব এবং কোভিড -১৯ মোকাবেলায় জন্য স্থানীয় প্রয়োজনের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়েছিল এবং স্থানীয় রোগীগন স্থানীয় পর্যায়ে আরও ভাল স্বাস্থ্যসেবা এবং চিকিত্সা পাচ্ছেন। এখন প্রতি কর্মদিবসে প্রায় ১০০-১২০ জন রোগী (জিঞ্জিরা), ৮০-৯০ জন রোগী (কালিন্দী) এবং ৬০-৭০ জন রোগী (কলাতিয়া) স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র চিকিৎসার জন্য আসেন। প্রসবের সংখ্যাও বেড়েছে এবং এখন স্বাভাবিক প্রসবের মাসিক সংখ্যা প্রায় ১৫-২০ (জিঞ্জিরা), ১০-১২ (কালিন্দী) এবং ৬-৭ (কলাতিয়া)। উন্নত পরিকাঠামো ও সরঞ্জামের ফলে স্থানীয় রোগীরা এই ৩টি কেন্দ্রের মাধ্যমে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পাচ্ছেন।

শিক্ষা খাত:

২৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে দীর্ঘমেয়াদী টেকসই ৮২৮টি উচ্চ-নিম্ন বেঞ্চ সরবরাহ করা হয়েছে, যা এই উপজেলার মোট ১৭১টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৯ শতাংশ, যা বছরের পর বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে এই বিদ্যালয়গুলিতে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের জন্য একটি ভাল শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করেছে।

জনস্বাস্থ্য খাত:

সমন্বিত সম্প্রদায় উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের মাধ্যমে, হরিজন পল্লীতে বসবাসকারী প্রায় ২,৩৮৫ জন বাসিন্দার জন্য আরও ভাল জীবনযাত্রার পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে। আরও ভাল স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ, নিরাপদ পানীয় জল, এবং যোগাযোগ নেটওয়ার্ক তাদের দুর্ভোগ হ্রাস করেছে।

এলাকায় নির্মিত একটি রাস্তার পয়ঃনিষ্কাশন ড্রেন পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে সহায়তা করছে এবং এই এলাকায় আরও ভাল স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত হয়েছে।

"১৫০ জন রোগীর (নারী ও শিশু) জন্য বসার ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। শিশুরা খেলনার কারণে সুখী হয়। মায়েরা খুশি হন কারণ তারা কোনও দ্বিধা ছাড়াই তাদের বাচ্চাদের নিরাপদ স্থানে বুকের দুধ খাওয়াতে পারেন। ডাক্তাররা খুশি কারণ তারা কোনও গোলমাল ছাড়াই স্বাস্থ্য পরিষেবা সরবরাহ করতে পারে"

ডাঃ ফারাহ দিবা, শিশু বিশেষজ্ঞ, কেরানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

বক্স ১: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বেবি কর্নার নির্মাণ করলে উন্নততর স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা যায়।

কেরানীগঞ্জ উপজেলার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স সাকতা ইউনিয়নে অবস্থিত। উপজেলা পরিষদ ৯৪৫ বর্গফুট জায়গা নিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের ১ম তলায় একটি বেবি কর্নার নির্মাণ করে। যেখানে প্রতি কর্মদিবসে ২০০-২৫০ জন মা চিকিৎসার জন্য আসেন এবং তাদের সাথে আসা শিশুরা খেলাধুলা ও আনন্দের সুযোগ পায়।

উপ-প্রকল্পের নাম: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বেবি কর্নার

এলাকাসমূহ: উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স

প্রাসঙ্গিক এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা: SDG ৩

বাস্তবায়নকারী সত্তা: স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

বাস্তবায়নের সময়কাল: ২০১৭-২০১৮

সুবিধাভোগী: গড়ে প্রায় ২৫০ শিশু এবং মহিলা প্রতি কর্মদিবসে বেবি কর্নার সুবিধা / পরিষেবা গুলি পান

মোট বিনিয়োগ: টাকা ১,৯৭২,৬৪৩.০০

বক্স ২: ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সাব-প্রজেক্ট একটি হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার অবস্থার উন্নতি করেছে

হরিজন (তফশিলি জাতি) সম্প্রদায়ের একটি খারাপ যোগাযোগ নেটওয়ার্ক, অপর্যাপ্ত স্যানিটেশন সুবিধা, নিরাপদ পানীয় জলের অভাব এবং তাদের সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের জন্য কোনও স্থান ছিল না। ২,৩৮৫ জন জনসংখ্যার জন্য এগুলিই ছিল প্রধান সমস্যা। কেরানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ একটি কমিউনিটি সেন্টার, ৫টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন নির্মাণ, পানি সরবরাহের জন্য ২টি গভীর নলকূপ স্থাপন এবং ফুটপাত, কবরস্থান ও একটি ড্রেন নির্মাণ করে।

উপ-প্রকল্পের নাম: দিগন্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট

এলাকা: সাকুরা ইউনিয়নে দিগন্ত সম্প্রদায়।

প্রাসঙ্গিক এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা: SDG ৩

বাস্তবায়নকারী সত্তা: LGED

বাস্তবায়নের সময়কাল: ২০১৮-২০১৯ (৩য় পর্যায়)

সুবিধাভোগী: ২,৩৮৫ হরিজন সম্প্রদায়ের বাসিন্দা

মোট বিনিয়োগ: টাকা ৪,৪৬৭,৯৮৩.০০

উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

- কেরানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ স্থানীয় নাগরিকদের জনসেবা প্রদান করছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং জনস্বাস্থ্য এই উপজেলার ইউজিডিপির অধীনে অবকাঠামো উপ-প্রকল্প (আইএনএফএসপি) এবং সক্ষমতা উন্নয়ন উপ-প্রকল্প (সিডিএসপি) উভয়ের জন্য প্রধান লক্ষ্য ক্ষেত্র;
- কেরানীগঞ্জ উপজেলা পরিষদ অপেক্ষাকৃত বড় আকারের অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্প (আইএনএফএসপি) বাস্তবায়ন করেছে, যা লক্ষ্যভুক্ত কমিউনিটির উপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে;
- এই উপজেলা ধারাবাহিকভাবে ইউজিডিপির ৫টি রাউন্ডে নির্বাচিত করা হয়েছে এবং প্রতিটি রাউন্ডে এক বা দুটি অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে;
- একটি অবকাঠামো উন্নয়ন উপ-প্রকল্প (আইএনএফএসপি) উপজেলার একটি ইউনিয়নে হরিজন (তালিকাভুক্ত জাতি) সম্প্রদায়ের উন্নত জীবনযাত্রার জন্য ১ টি কমিউনিটি সেন্টার, ৫ টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন, ২ টি গভীর নলকূপ, একটি ফুটপাত, কবরস্থান এবং একটি ড্রেন নির্মাণ করেছে;
- উপজেলা পরিষদ কর্তৃক মা ও শিশুদের উন্নত স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে একটি বেবি কর্নার স্থাপনের জন্য লক্ষ্যে অতিরিক্ত কক্ষ নির্মাণ করেছে।

প্রকল্পের নাম: উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (UGDP)

এলাকা: কেরানীগঞ্জ উপজেলা, ঢাকা জেলা

প্রাসঙ্গিক এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা: SDG1, 3, 4, 6, 10, and 16

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: এলজিডি এবং জাইকা

বাস্তবায়নের সময়কাল: অর্থবছর ২০১৭-২০২২

সুবিধাভোগী: নিবন্ধে বর্ণিত হিসেবে

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সহায়তা প্রকল্প ফেজ ২

(NIS 2)

জনাব মোঃ মিজানুর রহমান (এনআইএস প্রোমোটার) এনআইএস সম্পর্কে যুবকদের সাথে কথা বলছেন

এনআইএস বাস্তবায়ন সহযোগীগণ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং সমাজে সুশাসন প্রচারে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন

প্রেক্ষাপট

২০১২ সালে সুশাসন প্রসার এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও সমাজে দুর্নীতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (এনআইএস) প্রণয়ন করা হয়। এনআইএস আরটিআই আইন ২০০৯ এর পরিবর্ধন এবং জিআরএস কার্যকর করার আহ্বান জানিয়েছে। তবে সাধারণ নাগরিকদের বেশিরভাগই সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক এ সরঞ্জামগুলো সম্পর্কে অবগত নন, যে কারণে উত্তম নাগরিক সেবা বা তথ্য দাবিতে এ সরঞ্জামগুলো তারা ব্যবহার করতে পারেন না। এনআইএস এবং এনআইএস-সম্পর্কিত সুশাসনের সরঞ্জামগুলি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধির অন্যতম কার্যক্রম হিসাবে ২০২০ সালের নভেম্বরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ আটটি পাইলট উপজেলার ইউএনও-কে ১৫ জন এনআইএস বাস্তবায়ন সহযোগী নির্বাচন করতে নির্দেশনা দেয়, যারা স্বেচ্ছায় তৃণমূল পর্যায়ে শুদ্ধাচার এবং সুশাসনের সরঞ্জামগুলো কার্যকরভাবে প্রচার করতে পারবেন। এনআইএস বাস্তবায়ন সহযোগী হিসেবে থাকবেন স্থানীয় মিডিয়া, এনজিও, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার, তথ্য আপা, ফিল্ড অফিসার, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং সমাজ সেবকগণ।

গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

আটটি পাইলট উপজেলা পরিষদ ২০২০ সালে সম্ভাব্য এনআইএস বাস্তবায়ন সহযোগীদের জন্য এনআইএস সেমিনার এবং ২০২১-২০২২ সালে ফলো-আপ এনআইএস সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারগুলোতে এনআইএস বাস্তবায়ন সহযোগীদেরকে এনআইএস, এনআইএস-সম্পর্কিত সুশাসনের সরঞ্জাম এবং এনআইএস বাস্তবায়ন সহযোগীদের প্রত্যাশিত ভূমিকা সম্পর্কে অবহিত করা হয়। অংশগ্রহণকারীগণ একটি ‘ গ্রুপ ওয়ার্ক’ সেশনে অংশ নেন, যেখানে তারা প্রদত্ত উদাহরণ/কেইস ব্যবহার করে অফিসিয়াল GRS এবং RTI ফর্ম পূরণ করার অনুশীলন করেন এবং পূরণকৃত ফর্মগুলো উপস্থাপন করে। এনআইএস বাস্তবায়ন সহযোগীরা কীভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবেন তার স্বেচ্ছামূলক প্রতিশ্রুতিসহ একটি কর্ম প্রতিশ্রুতিও (অ্যাকশন স্টেটমেন্ট) উপস্থাপন করেন। এনআইএস

বাস্তবায়ন

সহযোগীদের কার্যক্রম সহজতর করতে এবং এনআইএস-সম্পর্কিত সরঞ্জামগুলি সম্পর্কে তথ্য প্রচারের জন্য প্রকল্প থেকে এনআইএস বাস্তবায়ন সহযোগীদের জন্য এনআইএস-লিফলেট তৈরি ও বিতরণ করা হয়েছে।

ফলাফল

কয়েকজন এনআইএস বাস্তবায়ন সহযোগীদের, তাদের স্বেচ্ছামূলক কর্মকাণ্ডের কথা তুলে ধরেছেন। এখানে তার কিছু উদাহরণ দেওয়া হল।

জনাব মোঃ মিজানুর রহমান একজন এনআইএস প্রোমোটার হিসেবে তার অ্যাকশন স্টেটমেন্ট ধারণ করছেন

- জনাব মোঃ মিজানুর রহমান, বাকেরগঞ্জের ওয়েভ ফাউন্ডেশনের প্রকল্প সমন্বয়ক

এনআইএস প্রোমোটার হিসাবে তিনি তার অ্যাকশন স্টেটমেন্টের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যুব গোষ্ঠী এবং স্থানীয় লোকদেরকে এনআইএস এবং সুশাসনের সরঞ্জাম সম্পর্কে অবহিত করছেন।

- জনাব মোঃ জিয়া উর রহমান, চৌগাছা উপজেলার সাংবাদিক

তিনি বিভিন্ন দফতরে অনুষ্ঠিত এনআইএস সেমিনার এবং সিটিজেনস চার্টার সম্পর্কে অনলাইন নিউজ পোর্টালে সংবাদ প্রকাশ করেছেন।

- মিস নাজবিন আক্তার, গোলাপগঞ্জ উপজেলার তথ্য আপা

তিনি সাধারণ মানুষকে, বিশেষ করে স্থানীয় মহিলাদেরকে, উঠান বৈঠক, ডোর-টু-ডোর সেবা এবং তথ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে আরটিআই, জিআরএস এবং সিটিজেনস চার্টার সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি তার গ্রাহকদের মধ্যে এনআইএস লিফলেটও বিতরণ করছেন।

স্থানীয় লোকজন এনআইএস লিফলেট পড়ছেন

- জনাব গোলাম রসুল খান, গোলাপগঞ্জ উপজেলার ঢাকা দক্ষিণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টারের উদ্যোক্তা

তিনি তার ডিজিটাল ইউনিয়ন সেন্টারটি এনআইএস পোস্টার দিয়ে সজ্জিত করেছেন এবং তার গ্রাহকদেরকে এনআইএস, আরটিআই এবং জিআরএস সম্পর্কে অবহিত করছেন।

- ডাঃ জোনায়েদ কবীর, উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা

তিনি স্থানীয় কৃষক এবং অন্যান্য অংশীজনদের সাথে বৈঠক, প্রশিক্ষণ এবং এনআইএস লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে এনআইএস, সিটিজেনস চার্টার এবং আরটিআই নিয়ে আলোচনা করছেন।

- মিসেস খাদিজা খাতুন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা

  তিনি আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদযাপনের মতো গণসমাবেশের মাধ্যমে স্থানীয় নারীদেরকে সুশাসনের সরঞ্জাম সম্পর্কে অবহিত করেন।

- জনাব মোঃ আলামিন মিরাজ, বাকেরগঞ্জ উপজেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি

  তিনি তার এলাকার জনগনের সাথে সুশাসনের সরঞ্জামসম্পর্কে তথ্য প্রদান করছেন। তিনি জনসাধারণের সমস্যা সম্পর্কিত অভিযোগ নিষ্পত্তিতেও সফল হয়েছেন। তিনি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের (এলজিইডি) অধীনে পরিচালিত প্রকল্পের একটি সমস্যা লক্ষ্য করেন, যেখানে ঠিকাদার গ্রামের রাস্তা নির্মাণের সময় মাটি খননের জন্য মহিলা শ্রমিক নিয়োগ করার কথা থাকলেও ঠিকাদার সেটি না করে খনন কার্যের জন্য জন্য মেশিন ব্যবহার করছিলেন। নারী শ্রমিকদের আয় উপার্জনের অধিকার রক্ষার্থে তিনি এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীর নিকট এনআইএস বাস্তবায়ন সহযোগী হিসাবে বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ করলে সমস্যাটি সমাধানের তাৎক্ষণিক জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

এনআইএস বাস্তবায়ন সহযোগীগণ স্থানীয় জনগণ জনস্বার্থ বিষয়ক তথ্য পেতে, প্রয়োজনে নাগরিক সেবা সম্পর্কে অভিযোগ বা ক্ষোভ দায়ের করতে এবং সমাধান পেতে সহায়তা করেন।

উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং ন্যাশনাল ইন্টিগ্রিটি স্ট্র্যাটেজি (এনআইএস) সাপোর্ট প্রজেক্ট ফেজ ২এর সহায়তায়, ৮টি পাইলট উপজেলা পরিষদ এনআইএস বাস্তবায়ন সহযোগীদের পৃষ্ঠপোষোকতা প্রদান করে যাচ্ছেন।
- এনআইএস বাস্তবায়ন সহযোগীগন এনআইএস এবং এনআইএস-সম্পর্কিত সুশাসন সরঞ্জামাদি যেমন সিটিজেনস চার্টার, তথ্য অধিকার (আরটিআই) এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (জিআরএস) সম্পর্কে জনসাধারণের সচেতনতা বাড়ানোর জন্য স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজ করেন।
- এনআইএস সেমিনারের মাধ্যমে অবহিত হবার পর বাস্তবায়ন সহযোগীগন সংবাদ, সভা, প্রশিক্ষণ এবং ব্যক্তিগত কর্মক্ষেত্রের মাধ্যমে , বিশেষ করে বাকেরগঞ্জ উপজেলা (বরিশাল জেলা), চৌগাছা উপজেলা (যশোর জেলা) এবং গোলাপগঞ্জ উপজেলা (সিলেট জেলা)-য় এনআইএস, সিটিজেনস চার্টার , আরটিআই এবং জিআরএস সম্পর্কে সক্রিয়ভাবে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে কাজ করছেন।
- এনআইএস বাস্তবায়ন সহযোগীগন কর্তৃক গৃহীত এ ধরণের পদক্ষেপসমূহ নাগরিক সেবা প্রদানে এলজিআইগুলোর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং প্রতিক্রিয়াশীলতা বাড়াতে এবং এলজিআইগুলোর প্রতি নাগরিকদের আস্থা গড়ে তুলতে অবদান রাখবে বলে আশা করা হচ্ছে।

প্রকল্পের নাম: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সহায়তা প্রকল্প ফেজ ২ (NIS 2)

এলাকা: ৮টি পাইলট উপজেলা: বাকেরগঞ্জ উপজেলা (বরিশাল জেলা), চৌগাছা উপজেলা (যশোর জেলা), গোলাপগঞ্জ উপজেলা (সিলেট জেলা), ভালুকা উপজেলা (ময়মনসিংহ জেলা), হাটহাজারী উপজেলা (চট্টগ্রাম জেলা), গজারিয়া উপজেলা (মুন্সীগঞ্জ জেলা), পবা উপজেলা (রাজশাহী জেলা), নীলফামারী সদর উপজেলা (নীলফামারী জেলা)

প্রাসঙ্গিক এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা: এসডিজি ১৬

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: এনআইএস সহযোগীগণ (স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবক)

বাস্তবায়নের সময়কাল: নভেম্বর ২০২০-২০২২

সুবিধাভোগী: পাইলট উপজেলাসমূহের কমিউনিটির লোকজন

টোকেনসহ সেবাপ্রার্থীরা

টোকেন সিস্টেম চালু হওয়ায় চৌগাছা উপজেলার সেবাপ্রার্থীরা সন্তুষ্ট

প্রেক্ষাপট

চৌগাছা উপজেলার জনসংখ্যা ২,১১,০৬৫ জন এবং প্রতিদিন গড়ে ২০০-২৫০ জন মানুষ বিভিন্ন সেবার জন্য ইউএনও কার্যালয়ে আসেন। অন্য সব উপজেলার মতো অনেকেই সরাসরি ইউএনও'র কার্যালয়ে এসে তাদের সমস্যার সমাধান চান। মিসেস ইরুফা সুলতানা ২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে চৌগাছা উপজেলার ইউএনও হিসেবে কাজ শুরু করেন। এছাড়া তিনি চৌগাছা উপজেলার ভারপ্রাপ্ত সহকারী কমিশনার (ভূমি) হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেন। তাই উপজেলা ভূমি কার্যালয় এবং অন্যান্য কার্যালয় থেকে সেবা প্রত্যাশীরা প্রায়শই তাদের সেবা-সম্পর্কিত অভিযোগ নিয়ে সরাসরি তার কাছে আসেন। যার ফলে প্রচুর সংখ্যক লোক নিয়মিত তার কার্যালয়ে আসেন। বিশাল সংখ্যক সেবা প্রত্যাশীদের উপস্থিতির কারণে প্রায়শই বিশৃঙ্খলা ও অরাজক পরিস্থিতি তৈরি হয়। কখনও কখনও প্রভাবশালী স্থানীয় লোকেরা (রাজনৈতিক বা আর্থিকভাবে) দীর্ঘসময় ধরে অপেক্ষমান অন্যান্য লোকদের উপেক্ষা করে ইউএনওর কার্যালয়ে পৌঁছানোর সাথে সাথেই সেবা পাওয়ার চেষ্টা করেন। সাধারণ মানুষের অধিকাংশই তাদের নিজ অধিকারের পক্ষে কথা বলতে পারেন না।

গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

ইউএনও সবার কাছে সুষ্ঠু ও নিয়মতান্ত্রিক সেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তার কার্যালয়ে টোকেন সিস্টেম চালু করেন। এখন ইউএনও কার্যালয়ে আসা সকল সেবা প্রত্যাশীকে একটি টোকেন দেয়া হয়। উক্ত টোকেনের ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী সেবা প্রদান করা হয়। একজন কার্যালয় কর্মী সেবা প্রত্যাশীদের মধ্যে টোকেন বিতরণ করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। ইউএনও কার্যালয়ে উপস্থিত না থাকলে বা মাঠ পর্যায়ের কাজের জন্য অনুপস্থিত থাকলে সেবা প্রত্যাশীরা টোকেন সংগ্রহ করতে এলে সে সম্পর্কে তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়। ইউএনওকে কখন আবার কার্যালয়ে পাওয়া যেতে পারে সেই সময় সম্পর্কেও অবহিত করা হয় যাতে তারা অপেক্ষা করবেন নাকি পরে আবার আসবেন সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারেন।

টোকেন সহ সেবাপ্রার্থীরা

ফলাফল

টোকেন সিস্টেম বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য সাড়া পাওয়া গেছে এবং সেবা প্রত্যাশীরা ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া প্রদান করেছেন। ইউএনও'র কার্যালয়ে সেবা গ্রহণ করতে আসা দর্শনার্থী জনাব শহীদুল ইসলাম ও মাহবুবুল আলম স্থানীয় একটি পত্রিকাকে বলেন, 'সরকারি কার্যালয়ে সেবা পেতে সময় লাগে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা প্রায়শই অনুপস্থিত থাকেন, তাই আমরা একাধিক দিন কার্যালয়ে যাওয়ার পরেও সেবা পেতে ব্যর্থ হয়েছি। তবে টোকেন ব্যবস্থা চালু হওয়ায় স্বল্প ও নির্ধারিত সময়ে সেবা পাওয়া সম্ভব হচ্ছে'। আগে প্রভাবশালী স্থানীয় ব্যক্তিরা এসে প্রায়শই দীর্ঘ সময় ধরে অপেক্ষমান অন্যান্য লোকদের উপেক্ষা করে প্রথমে তাদেরকে সেবা প্রদানের দাবি করতেন। মানুষ সাধারণত এই ধরনের অরাজকতার বিরুদ্ধে কথা বলতে ভয় পায়। কিন্তু টোকেন ব্যবস্থা চালু করার পর এখন টোকেন নম্বর অনুযায়ী সেবা প্রদান করা হয়। কেউ প্রথমে আসলে তাকে প্রথম টোকেনের সিরিয়াল অনুযায়ী সেবা প্রদান করা হয়। ফলে সেবা প্রদানে এখন বিশৃঙ্খলা কম এবং এটি আরও সুশৃঙ্খ। যে কারণে সেবা প্রত্যাশীদের কম সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে।

এখন সকল সেবা প্রত্যাশীদের তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে সমানভাবে বিবেচনা করা হয়। ইউএনও'র কার্যালয়ে টোকেন সিস্টেম সফলভাবে বাস্তবায়নের পর সহকারী কমিশনার (ভূমি) কার্যালয়ও তাদের কার্যালয়ে সেবা প্রদানের জন্য টোকেন ব্যবস্থা চালু করেছে। এছাড়া উপজেলা সাব-রেজিস্টার কার্যালয়ও টোকেন ব্যবস্থা চালু করার পথে রয়েছে।

উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

- ইউএনওর কার্যালয়ে অধিক সংখ্যক সেবা প্রত্যাশীদের সমাগম হবার কারণে নিয়মমাফিক সেবা প্রদান কঠিন ও বাধাগ্রস্ত হয়।
- চৌগাছা উপজেলার ইউএনও'র কার্যালয় সেবা প্রত্যাশীদের জন্য টোকেন সিস্টেম চালু করে।
- নাগরিক সেবা প্রদানে সততা নিশ্চিতকরণে তারিখ-ভিত্তিক টোকেন সিস্টেমের প্রবর্তন পাইলট উপজেলা পরিষদের এনআইএস কর্ম-পরিকল্পনা ২০২১/২০২২-এ বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহের একটি।

প্রকল্পের নাম: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সহায়তা প্রকল্প ফেজ ২ (NIS 2)

এলাকা: চৌগাছা উপজেলা, যশোর জেলা

প্রাসঙ্গিক এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা: এসডিজি ১৬

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ইউএনও কার্যালয়, চৌগাছা উপজেলা

বাস্তবায়নের সময়কাল: ২০২২

সুবিধাভোগী: ইউএনও কার্যালয়, এসি ল্যান্ড কার্যালয় এবং উপজেলার অন্যান্য কার্যালয় থেকে সেবাপ্রার্থীগণ

এনআইএস প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা

ইউজিডিপির ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট সাব প্রজেক্টের মাধ্যমে এনআইএস প্রশিক্ষণ: ফকিরহাট উপজেলার একটি ঘটনা

প্রেক্ষাপট

এনআইএস ক্রমান্বয়ে স্থানীয় পর্যায়ে প্রসারিত করা হয়েছে এবং উপজেলা পর্যায়ে এনআইএস স্থানীয়করণ করা হচ্ছে। এনআইএস সহায়তা প্রকল্পের ৮টি পাইলট উপজেলার ক্ষেত্রে, একটি উপজেলা নৈতিকতা কমিটি গঠন করা হয়েছে এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও জনসেবা প্রদানে শুদ্ধাচার বৃদ্ধির লক্ষ্যে উপজেলা পরিষদের জন্য একটি বার্ষিক এনআইএস কর্মপরিকল্পনা তৈরি, বাস্তবায়ন ও হালনাগাদ করা হয়েছে। তবে টিএলডি অফিসার এবং নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাঝে এনআইএস সম্পর্কে সচেতনতা এবং ধারণা এখনও কম, বিশেষ করে নন-পাইলট উপজেলাগুলিতে এনআইএস-এর উপর অবহিতকরণ বা প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত সুযোগ নেই।

গৃহীত পদক্ষেপসমূহ

ফকিরহাট উপজেলা পরিষদ এনআইএস বাস্তবায়ন প্রসারিত করার সিদ্ধান্ত নেয় এবং ২০২২ সালের ২০ শে মার্চ প্রথমবারের মতো টিএলডি অফিসার এবং উপজেলার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য এনআইএস প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য ইউজিডিপিতে সিডিএসপি প্রস্তাব জমা দেয়। ইউজিডিপি ২৭ শে মার্চ ১,৬০,০০০ টাকা আনুমানিক প্রশিক্ষণ ব্যয়সহ তৎক্ষণাৎ প্রস্তাবটি অনুমোদন করে। ফকিরহাট উপজেলা পরিষদ ২০২২ সালের ৩১ মে থেকে ২ জুন পর্যন্ত এনআইএস প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।

ইউএনও সভাপতিত্ব করছেন এবং প্রশিক্ষণ পরিচালনা করছেন

ফলাফল

এর ফলে গত ৩০ ও ৩১ মে মোট ২৮ জন টিএলডি কর্মকর্তা, কর্মচারী ও উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যানকে এনআইএস বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং ১ ও ২ জুন ৮টি বিভিন্ন ইউনিয়নের মোট ৩০ জন নির্বাচিত প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কথা বলতে গেলে, ইউপি চেয়ারম্যান, ইউপি সচিব এবং প্রতিটি ইউনিয়ন থেকে একজন মহিলা ও একজন পুরুষ ইউপি সদস্যকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং তারা প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে নৈতিক মূল্যবোধ, শৃঙ্খলা এবং সততার গুরুত্ব, মাঠ পর্যায়ে এনআইএস এবং এনআইএসকর্ম-পরিকল্পনা , দুর্নীতি বিরোধী আইন, তথ্য অধিকার আইন, নাগরিক সনদ ব্যবহার এবং এনআইএস-এর আরও উত্তম বাস্তবায়নের জন্য ওয়েব পোর্টালগুলির মতো সেশনসমূহ অন্তর্ভুক্ত ছিল। কর্মকর্তাদের জন্য সেশনগুলির বেশিরভাগই ইউএনও, জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন এবং উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব স্বপন কুমার দাস পরিচালনা করেন। এছাড়া নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য অধিবেশনগুলির বেশিরভাগই ডিডিএলজি, খন্দকার মোহাম্মদ রেজাউল করিম, ইউএনও এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার দেবাশীষ কুমার বিশ্বাস পরিচালনা করেন। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীরা এনআইএস বাস্তবায়নের জন্য দৃঢ় প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করেন এবং তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইতিমধ্যে নাগরিক সনদ এবং ওয়েব পোর্টালগুলির তথ্য আপডেট করে সেবা গ্রহীতাদেরকে দরকারী তথ্য সরবরাহ করার কাজ শুরু করেছেন।

প্রকল্পের নন-পাইলট উপজেলা ফকিরহাট উপজেলা তাদের কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য এনআইএস প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে, যা প্রশংসনীয়। ইউজিডিপি তাদের টিএলডি অফিসার, নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং এনজিওগুলোর জন্য এনআইএস প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য আরও ১০ টি উপজেলার সিডিএসপি প্রস্তাব অনুমোদন করেছে এবং এই প্রশিক্ষণগুলো পরিচালিত হয়েছে বা হচ্ছে। ফলে যোগ্য ও আগ্রহী উপজেলা পরিষদগুলি ইউজিডিপির পরবর্তী ষষ্ঠ রাউন্ডের জন্য এনআইএস প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানের জন্য সিডিএসপির জন্য আবেদন করতে পারে এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের শুদ্ধাচার বিভাগের কাছে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু বা প্রশিক্ষক (রিসোর্স পার্সন) এর জন্য সহায়তা চাইতে পারে।

উল্লেখযোগ্য দিকসমূহ

- ফকিরহাট উপজেলা পরিষদ উপজেলা প্রশাসন উন্নয়ন প্রকল্পের (ইউজিডিপি) ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট সাব প্রজেক্টের (সিডিএসপি) মাধ্যমে তাদের বদলিকৃত লাইন বিভাগের (টিএলডি) কর্মকর্তা ও নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য এনআইএস প্রশিক্ষণের আয়োজন করে।
- ফকিরহাট উপজেলা ২০২২ সালের ২০ শে মার্চ তারিখে ১৬০,০০০ টাকা আনুমানিক প্রশিক্ষণ ব্যয়সহ ইউজিডিপিতে সিডিএসপি প্রস্তাব জমা দেয় এবং ইউজিডিপি ২৭ শে মার্চ প্রস্তাবটি অনুমোদন করে।
- ফলস্বরূপ, ২০২২ সালের ৩০ ও ৩১ শে মে মোট ২৮ জন টিএলডি কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং উপজেলা ভাইস-চেয়ারম্যানদের এনআইএস-এ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং ১ ও ২ জুন ৮টি বিভিন্ন ইউনিয়নের মোট ৩০ জন নির্বাচিত প্রতিনিধিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
- টিএলডি অফিসার, নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং এনজিওগুলির জন্য এনআইএস প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার জন্য সিডিএসপির পঞ্চম রাউন্ডের জন্য আরও ১০ টি উপজেলার সিডিএসপি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

প্রকল্পের নাম: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল সহায়তা প্রকল্প ফেজ ২ (NIS 2)

এলাকা: ফকিরহাট উপজেলা, বাগেরহাট জেলা (নন-পাইলট উপজেলা)

প্রাসঙ্গিক এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা: এসডিজি ১৬

বাস্তবায়নকারী সংস্থা: ফকিরহাট উপজেলা পরিষদ

বাস্তবায়নের সময়কাল: ৩০ মে থেকে ২ জুন ২০২২

সুবিধাভোগী: ২৮জন টিডিএল অফিসার (যার মধ্যে ৭জন মহিলা), এবং ৩০ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি (যার মধ্যে ১১জন মহিলা)